যুগান্তর

তারিখ 08 JUL 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা লইয়া সরকার ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিক-মোক্তারগণ মুখোমুখি অবস্থানে। দীর্ঘদিন ধরিয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইহা লইয়া তদন্ত কমিটি হইয়াছে। কমিটি তদন্ত রিপোর্টও দিয়াছে; কিন্তু সমস্যার সুরাহা হয় নাই। তদন্ত কমিটি যেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে কালো তালিকাভুক্ত করিয়াছিল, উহাদের ব্যাপারেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই। এই অবস্থায় সরকার ১৯৯২ সালে প্রণীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেই আইনে নূতন কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষক নিয়োগ, আর্থিক স্বচ্ছতা, বাস্তবধর্মী পরীক্ষা পদ্ধতি, খাতা মূল্যায়ন, বাস্তবধর্মী কারিকুলাম, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠনসহ যোগ্য ও দক্ষ ভিসি, প্রো-ভিসি এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়োগে নির্দিষ্ট শর্তাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বসড়া সংশোধনী অনুমোদিত হইবার পর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন ডাকিয়া সমিতির কর্মকর্তাগণ বলিয়াছেন, ইহার ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তৃত্ব সরকারের হাতে চলিয়া যাইবে। তাহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া আইনটি তৈরি করা হয় নাই বলিয়াও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি অভিযোগ করিয়াছে। অন্যদিকে সরকারের যুক্তি হইল, আইনের ফাঁকফোকর দিয়াই উদ্যোক্তারা যেয়ালখুশিমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালাইতেছেন। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ করিয়া সমস্যার সমাধান হইবে না। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমে বাড়িতে থাকা শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়াছে। অতীতে যেই সকল শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাইত না, তাহারা বিদেশে পাড়ি জমাইত। উচ্চশিক্ষার প্রসারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখন বড় ভূমিকা রাখিতেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে চোখের সম্মুখে যেই চিত্র ভাসিয়া উঠে, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উহার ন্যূনতম শর্তও পূরণ করিতে ব্যর্থ। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন কমিটি সেই সমস্যাগুলি চিহ্নিতও করিয়াছিল। আইনে বর্ণিত পূর্বশর্ত পূরণ না করিয়াই অনেক উদ্যোক্তা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন কেবল সরকারের আস্থাভাজন বলিয়া। আবার প্রকৃত উদ্যোক্তারাও অনুমতি পান নাই সরকারের বিরাগভাজন হইবার কারণে। বিভিন্ন মৌলিক বিষয় পরিহার করিয়া কেবল ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে– এইরূপ বিষয়ে পাঠদানকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতিও অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেছে। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আপন দেশ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তেমন কিছুই জানিতে পারে না, ইহা দুর্ভাগ্যজনক। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে আইন সংশোধনের উদ্যোগ লইয়াছে সরকার। এই উদ্যোগের সহিত দ্বিমত না করিয়াও যেই প্রশ্নটি করিতে হয় তাহা হইল, বিদ্যমান আইনটিই এতদিন প্রতিপালিত হইল না কেন? মূল আইনই যেইখানে অগ্রাহ্য হইয়া আসিয়াছে, সেইখানে সংশোধনী প্রতিপালিত হইবে কতটা? অতীতে বাছবিচার না করিয়া সরকারের আস্থাভাজন ব্যক্তির নামে বহু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। নিজস্ব ক্যাম্পাস, ভিসি, প্রো-ভিসি, শিক্ষকমণ্ডলী ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি লাভ করিয়াছে কিছু প্রতিষ্ঠান। আবার বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ভিসি নিয়োগ দিয়াও সরকারের অনুমতি লাভে ব্যর্থ হইয়াছে। আইন প্রণয়ন করিলেই হইবে না, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করিতে হইবে। জোট সরকারের আমলে তিন ডজনেরও বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ১৯৯২ সালে প্রণীত আইনের শর্তসমূহ কি তাহারা পূরণ করিয়াছে? যদি না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা লইতে হইবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যাটির সমাধান কেবল আইন প্রয়োগ বা শর্তারোপ করিয়া করা যাইবে না। বাস্তবতার আলোকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।